স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই৪/বি আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোনঃ ৮৮০-২-৯১২৬২৪০, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯১৩৪৪৩১, ৯১২৬২৪৪, ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org

www.facebook.com/PKSF.org

সূচিপত্র

ভূমিকা
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পটভূমি
১. নির্দেশনার ভিত্তি :
ক) নির্দেশিকার শিরোনাম
খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ
গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
ঘ) অনুমোদনের তারিখ
ঙ) কার্যকারিতার তারিখ
চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা

২. নির্দেশিকায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা
ক) তথ্য
খ) তথ্য প্রকাশ ইউনিট
গ) অন্য পক্ষ
ঘ) তথ্য কমিশন
ঙ) কর্মকর্তা
চ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
ছ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
জ) পরিশিষ্ট
৩. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা
৪. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
৫. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি
৬. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ
৭. তথ্যের ভাষা
৮. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ
৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
১০. নির্দেশিকার সংশোধন
১১. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা

পরিশিষ্ট :
স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয়েছে। আইন পাশের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থাপনা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করবে।

নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর পন্থা হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই কর্তৃপক্ষ যেন স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে তথ্য অধিকার আইনে সেই বিধান রাখা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)" প্রতিষ্ঠা করে। পিকেএসএফ দারিদ্র দুরীকরণে বহুমুখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। অর্ন্তভুক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে উন্নত দেশ গঠন করাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যা বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে সহায়তা করছে। পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রদত্ত সেবা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে দেশের জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাটি জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও সুযোগকে আরো প্রসারিত করবে।

আমরা আশা করি, এই নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক ও তথ্য ব্যবহারকারীগণসহ আমাদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।

(মোঃ আবদুল করিম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পটভূমি

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)" প্রতিষ্ঠা করে। পিকেএসএফ-এর ভিশন হচ্ছে-অর্ন্তভূক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে উন্নত দেশ গঠন এবং মিশন হচ্ছে-দেশীয় ভাবনা প্রসূত বহুমাত্রিক ও মানবকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণ। পিকেএসএফ বর্তমানে বহুমুখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। পিকেএসএফ সংঘস্মারক ও সংঘবিধি মোতাবেক অতিদরিদ্রসহ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। পিকেএসএফ বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সরকারের সহায়তায় এর সহযোগী সংস্থাসমূহের (Partner Organisations বা সংক্ষেপে PO) মাধ্যমে বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি/প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে কর্মসূচি বৈচিত্রায়নের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জন্য নানা ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টিসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় ঘটিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে নতুন ধারা যোগ করেছে। পিকেএসএফ এর সকল সহযোগী সংস্থাসমূহও তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র, বিত্তহীন ও ভূমিহীনদের মধ্যে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সমন্বিত উন্নয়ন ধারণার আঙ্গিকে পিকেএসএফ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা লাভে সহায়তায় এবং ঋণ কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. আয় বৃদ্ধিকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে ভূমি ও বিত্তহীনদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে, পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে।

২. অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নত দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা এবং তাদের বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিরূপণ করা।

৩. সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা দেয়া যাতে করে সংস্থাগুলো দরিদ্রদের সম্পদ উন্নয়নে তাদের নিজেদের প্রয়াস জোরদার করতে পারে।

৪. দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে সচেতনতা তৈরিতে উদ্ভাবনী কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উৎপাদনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির প্রক্রিয়ায় আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটানো।

৫. দরিদ্রদের বেঁচে থাকার কৌশল বহুমুখীকরণ, নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ, সম্পদ ও অধিকারের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে আত্মমর্যাদায় উদ্দীপিত করা।

৬. উদ্ভাবনী ধারণা ও পদ্ধতিসমূহের প্রবর্তন করা এবং যে সকল প্রচেষ্টা নতুন প্রযুক্তিকেন্দ্রিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেসবকে উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৭. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাকর্মের সূত্রপাত এবং এতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; গবেষণা ও প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; এছাড়াও পিকেএসএফ-এর এ লক্ষ্য অনুযায়ী আলোচনাসভা, কর্মশালা, সম্মেলন আয়োজন করা এবং বিবিধ প্রতিবেদন, সাময়িকী, গবেষণা প্রবন্ধ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, পঞ্জিকা, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করা।

৮. পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকর এম.আই.এস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) গঠন করা।

৯. সকল সহযোগী সংস্থা বা তদ্রুপ অন্যান্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘভিত্তিক সংগঠক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য সমুন্নত রেখে সমন্বয় সাধন করা।

১০. পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিবিধ শিক্ষামূলক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, কৃষি বা শিল্প সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করা।

বর্ণিত প্রধান কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি/কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ -

(ক) ঋণ কর্মসূচি ঃ পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ঋণকার্যক্রম পরিচালনা করছে। দরিদ্র জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের ঋণ কর্মসূচি রয়েছে; যেমন ঃ জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন, সাহস, স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ, সমৃদ্ধি ঋণ কেজিএফ, লিফ্‌ট, আবাসন ঋণ, এলআইসিএইচএসপি ঋণ। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা মোট ২৭৭টি। গত ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত মোট সদস্য ১৩.২৪ মিলিয়ন ও ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ১০.৩৮ মিলিয়ন। সংগঠিত সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্যদের সংখ্যা ৯১%। উল্লেখ্য, বিগত ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখে সদস্য সংখ্যা ছিল ১২.৭১ মিলিয়ন ও ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ছিল ৯.৯৭ মিলিয়ন। ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ এর ঋণস্থিতি ছিল প্রায় ৪,৮০৩.৮১ কোটি টাকা।

(খ) বিশেষ আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম ঃ কৃষি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) শীর্ষক কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রম, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কিশোর-কিশোরী কর্শসূচি এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি। এছাড়া আর্থ-সামাজিক ও মানব-সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন অংশী প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচী সহায়ক তহবিল, বিশেষ তহবিল কার্যক্রম।

(গ) পিকেএসএফ-এর প্রকল্প কার্যক্রম ঃ পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। যেমন; ইউপিপি-উজ্জীবিত, "Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)" প্রকল্প, Skills for Employment Investment Program (SEIP), স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ স্যানিটেশন কার্যক্রম,Low Income Community Housing Support (LICHS) প্রকল্প, 'Pathways to Prosperity for the Extremely Poor People (PPEPP)' প্রকল্প, Sustainable Enterprise Project (SEP)|

(ঘ) সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ঃ সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন' নামক পৃথক একটি ইউনিট গঠন করেছে। এটি পিকেএসএফ-এর মূলধারাভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে সেবা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে সামাজিক এবং মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এ ধরনের তথ্য আহরণ, তথ্য সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রচার করা হচ্ছে যাতে করে মানুষ সচেতনভাবে যে কোন ভালো কাজ গ্রহণ করে এবং খারাপ/ক্ষতিকর কাজগুলোকে প্রতিহত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

(ঙ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ পিকেএসএফ-এর কর্মকর্ত-কর্মচারী এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(চ) গবেষণা কার্যক্রম ঃ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভিত্তিতে গবেষণা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(ছ) প্রকাশনা ঃ পিকেএসএফ-এর প্রকাশনা শাখা হতে নিয়মিতভাবে তথ্য সাময়িকী, নিউজলেটার, Annual Report এবং বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ, পুস্তিকা, প্রতিবেদন সম্পাদনা ও প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় ফাউণ্ডেশনের চাহিদারভিত্তিতে অথবা বিশেষ ইস্যুর গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা ঃ

তথ্যে জনগণের প্রবেশিধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জনগণ

চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা-২০১০'-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। পিকেএসএফ-এর তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পিকেএসএফ অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে পিকেএসএফ সরকারের এই উদ্যোগকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা তথা জনগণের নিকট তথ্য সরবরাহে যেন কোন প্রকার জটিলতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন একটি **'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা'** প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করছে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে ও সমাঞ্জস্যতা রেখে এই **"স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা"** প্রণয়ন করা হলো।

১। নির্দেশিকার ভিত্তি

ক) নির্দেশিকার শিরোনাম : এই নির্দেশিকা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর **"স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা,২০১৯"** নামে অভিহিত হবে।

খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

গ) অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ঘ) অনুমোদনের তারিখ : ২৮/২/২০১৯।

ঙ) কার্যকরের তারিখ : এই নির্দেশিকা আগামী ২৮/২/২০১৯ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর কার্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য।

২। সংজ্ঞা ঃ

ক) তথ্য

"তথ্য" অর্থে পিকেএসএফ এর গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইন্সট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য- নির্বিশেষে অন্য যেকোন তথ্য-বহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অর্ন্তভূক্ত হবে: **তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অর্ন্তভুক্ত হবে না।**

খ) "তথ্য প্রকাশ ইউনিট" অর্থ পিকেএসএফ-এর কার্যালয়কে বুঝাবে।

গ) "অন্য পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

ঘ) "তথ্য কমিশন" অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

ঙ) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

চ) **"স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ"** বলতে-

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তথ্য এই নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদণ্ড ও পদ্ধতি অনুসারে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচারকে বোঝাবে।

ছ) "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" অর্থ-

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

জ) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৩। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

ক) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্যসমূহ কোন্ কোন্ পন্থায় প্রকাশ ও প্রচারিত হবে তা নির্ধারিত করবে;

খ) তালিকাটি নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এবং অন্যান্য উপযুক্ত পন্থায় প্রকাশ করা হবে;

গ) তালিকাটি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৪। তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সচিবালয় নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করবে।

৫। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে-

ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পারসন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে অন্যূন ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

খ) তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি

(অ) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নির্ধারণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্দিষ্টকরণ এবং তা প্রকাশ ও প্রচার;

(আ) তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মান ও মানদন্ড নিশ্চিতকরণ;

(ই) প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

(ঈ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ; প্রযোজ্যক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(উ) এই নির্দেশিকার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ষান্মাসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঊ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

(ঋ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

(এ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতামত, ফিডব্যাক বা পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঐ) মাসিক সমন্বয় সভায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন;

(ও) প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির কাজের পরিবীক্ষণ; এবং

(ঔ) প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।

৬. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নিম্নোক্ত প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম এবং অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করবে:

(ক) প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচারমাধ্যম হিসেবে নোটিশ বোর্ড, মুদ্রিত লিপি, প্রকাশনা, গণমাধ্যম, সভা, গণশুনানি, ভিডিও প্রদর্শন, অডিও প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, বিল বোর্ড, দেয়াল লিখন, দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন, মাইকিং, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত মাধ্যম এবং

(খ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইট, অ্যাপস, নেটওয়ার্ক এবং প্রচলিত ও অনুমোদিত অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম।

(গ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) **নিম্নলিখিত মানদন্ড নিশ্চিত করবে-**

অ) প্রাপ্যতা–

(১) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহকে তথ্যের ধরন, ব্যবহারকারী, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বিবেচনায় বিভাজন করে সেইমতো প্রকাশ করা হবে, যাতে সঠিক তথ্য সঠিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য হয়;

(২) তথ্য সঠিক সময়ে সহজলভ্য করা হবে এবং উপযোগিতা থাকা পর্যন্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

(৩) তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

(৪) কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ও জনগণের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে; এবং

(৫) তথ্য উৎপন্ন হওয়া বা পরিমার্জনের পর যুক্তিসংগত সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে, আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বা তাৎক্ষনিকভাবে হালনাগাদ করা হবে;

(৬) ওয়েবসাইটে "আর্কাইভ" নামে একটি মেন্যু সৃষ্টি করে স্থায়ী তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহকে সেখানে রাখতে হবে।

আ) প্রবেশগম্যতা–

(১) তথ্যে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়ার, ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যেকোন ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়ার, ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্যে প্রবেশ করা যাবে;

(২) নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশ নিশ্চিত করা হবে।

ই) ব্যবহারযোগ্যতা–

(১)ব্যবহারযোগ্যভাবে তথ্য প্রকাশ করা হবে, যাতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজে পেতে পারেন;

(২) প্রকাশিত তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে;

(৩)অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ সাধারণ ও সহজবোধ্য পন্থায় হবে;

(৪) বাংলায় তথ্য প্রকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(৫) তথ্য খোঁজা, ডাউনলোড করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা থাকবে;

(৬) ওয়েবসাইটে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারকারীর মতামত, ফিডব্যাক ও পরামর্শ প্রদানের এবং প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. **তথ্যের ভাষা :** তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। তথ্য যদি অন্য কোন ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সেই ভাষায় সংরক্ষিত ও প্রচারিত হবে।

৮. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ

ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ প্রয়োজনীয় বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করবে।

৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১) পিকেএসএফ-এর গঠিত কমিটি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম মনিটরিং করবে, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দূর্বলতা ও ঘাটতি চিহ্নিত করবে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করবে।

২) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা অন্য কোন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেবে।

১০. **নির্দেশিকা সংশোধন :** এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে পিকেএসএফ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষের আনুমোদনে নির্দেশিকার সংশোধন কার্যকর হবে।

১১. **নির্দেশিকার ব্যাখ্যা :** এই নির্দেশিকার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

ক্রম	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর সাংগঠনিক কাঠামো	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
২	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন -এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম, পদবী ও বিভাগভিত্তিক তালিকা	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট
৩	নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট পদের কার্যপরিধি	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, দৈনিক পত্রিকা, ওয়েবসাইট
৪	ক্রয় পরিকল্পনা	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৫	টেন্ডার নোটিশ	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, নোটিশ বোর্ড,ওয়েবসাইট
৬	বার্ষিক প্রতিবেদন	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৭	সিটিজেন চার্টার	পিকেএসএফ-এর মূলভবনের সম্মুখভাগে, ওয়েবসাইট
৮	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
৯	পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের বিবরণ	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
১০	পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল	পিকেএসএফ ইউটিউব
১১	পিকেএসএফ ডকুমেন্টরি	ওয়েবসাইট
১২	পিকেএসএফ-এর সাম্প্রতিক নিউজ	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
১৩	পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিধি-বিধান, নীতিমালা	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
১৪	পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার সংক্রান্ত তথ্য	ওয়েবসাইট
১৫	পিকেএসএফ-এর গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য	ওয়েবসাইট
১৬	পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার তালিকা	ওয়েবসাইট
১৭	পিকেএসএফ-এর Upcoming Enents	ওয়েবসাইট
১৮	পিকেএসএফ-এর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বইয়ের তথ্য	ওয়েবসাইট, লাইব্রেরী
১৯.	পিকেএসএফ-এর প্রকাশনার তথ্য	তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট
২০.	Sexual Harrasement Protection Documentory	ওয়েবসাইট
২১.	Documents on SDG	ওয়েবসাইট